দৈনিক খবর

15 DEC 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

36
165

শিক্ষায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে কেন ?

।। অশোক কুমার বণিক ।।

কেন গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না ? আবার যেটুকুও পায় তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না। আমি অনেক ছেলেকেই দেখেছি যাদের পড়াশুনা করার ইচ্ছা প্রবল কিন্তু পড়াশুনা করার সুযোগ পায় না বা করতে পারে না। কেন পারে না— এর উত্তর কে দেবে ? এই প্রশ্নই আমাদের সকলের। দেখা যায়, মা-বাবাই তাদের ছেলেমেয়েকে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বলছে। কি হবে পড়াশুনা করে ? কি করতে পড়বি ?— এমন সব প্রশ্ন করছে যার উত্তর ছেলেমেয়ের জানা নেই।

বাস্তবেই তা দেখা যাচ্ছে প্রচুর পড়াশুনা করেও অনেকে চাকরি পাচ্ছে না কিংবা এমন সব কাজ করছে পড়াশুনা না করলেও যা করতে পারত। তাছাড়া অভাব আমাদের এমনভাবে গ্রাস করতে চায় যার গ্রাস থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না। ইচ্ছা থাকলেও তাই কেবলমাত্র অর্থের প্রয়োজনেই অনেক ছেলেমেয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে হয়। তাছাড়া যে ছেলেমেয়ে নিজেরাই দেখতে পায় বাবা সারাদিন কাজ করে যা পায় তাতে সংসারই চলে না বা কোনরকমে চলে যায়। বাড়তি পয়সা না থাকলে লেখাপড়া করাবেই বা কিভাবে ?

মাসের শেষে বেতন দেয়া, বই, খাতা, জামা প্যান্ট অন্যান্য স্কুল খরচ যোগাড় করতে না পেরেই বাবা তার ছেলেদের তার সাথে কাজ করার কথা বলে। তাছাড়া অনেক ছেলেকেই দেখা যায় ছাত্রাবস্তাতেই তারা বিভিন্ন শারীরিক পরিশ্রম করে এবং নিজের লেখাপড়ার খরচ নিজেই যোগাড় করে। তাই পড়াশুনা কিছু বাধাপ্রাপ্ত তো হয়ই। স্কুলেও আছে নানা সমস্যা। শিক্ষকের অভাব, চেয়ার-টেবিল নেই, বসার বেঞ্চ পর্যন্ত নেই, ঘুর্ণিঝড়ে বা প্রবল বর্ষণে স্কুলঘর ধসে পড়েছে ইত্যাদি সমস্যা তো আছেই। আরও কিছু খুঁটিনাটি সমস্যা আছে যা আমরা সব সময় দেখি বা আমাদের চোখে পড়ে তবুও এই সমস্যার সমাধান আমরা দিতে পারি না। কারণটা আমাদের সকলের জানা। কারণগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক কারণই প্রধান। তবে অস্বীকারের উপায় নেই অলসতাও একটি কারণ। তবে অবশ্যই লক্ষণীয় অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা অলসতার জন্ম দেয় অনেক সময়। অর্থনৈতিক সমস্যাটাই আমাদের সবসময় পীড়া দেয়। যার কারণেই আমরা সবদিক দিয়ে পিছে পড়ে আছি।

আগেও বলেছি, ছেলের পড়াশুনা করার ইচ্ছা আছে অথচ মা-বাবার নেই। আবার এর বিপরীতটাও দেখা যায়— মা-বাবার ইচ্ছা আছে ছেলেকে পড়াশুনা করাবার কিন্তু ছেলের ইচ্ছা নেই। এরও একটা সুন্দর যুক্তি আছে। কেন ছেলে তার মা-বাবার অমতে কথা বলছে বা কাজ করছে। মাস শেষে বেতন না দিতে পারায় স্যারদের বকাবকি, বইয়ের জন্য অন্যের কাছে ধর্ণা দিতে হয় তাও আবার পাওয়া যায় না। যার কাছে হাত পাততে হয় তার কাছ থেকে অনেক সময় কটু কথা শুনতে হয়। অনেক সময় এমন কথাও শুনতে হয় বই যদি নাই কিনতে পারো তবে স্কুলে এসে লাভ কি ? তার চেয়ে কাজে লেগে যাও তাতে তোমার বাবার একটু উপকার হবে। সংসারও ভাল চলবে। সমস্যা আমাদের নিত্যদিনের। যার কারণেই শিক্ষাদীক্ষায় গ্রামের ছেলে-মেয়েরা পিছনে পড়ে আছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা অধিকাংশেরই এমন যে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। স্বাভাবকিভাবেই চিন্তা আসে কি হবে লেখাপড়া করে। পাস করে চাকরি তো পাবই না বরং কোন দোকানের কর্মচারী বা ঐ ধরনের কাজই মিলবে লেখাপড়া শিখলে। এই যদি পড়াশুনার মুল্য হয়, তবে কেন তার পিছনে সময় নষ্ট করবো। এই ধারণাটা হওয়া আমাদের খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

অর্থনৈতিক দিকটা যেমন আলোচ্য বিষয় তেমনি আর একটা দিকও আছে। সেটা হলো অলসতা। এ বিষয়টা আমরা ছোট করে দেখলে চলবে না। আমাদের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আমাদের যেমন অলস বানায় তেমন অলসতায় অনেক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে না।

আর একটা সমস্যার কথা বলতেই হয় সেটা হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ। প্রচলিত স্কুল-কলেজের শিক্ষা আমাদের জ্ঞানের স্পৃহা জাগায় না, বৃত্তিমূলক কাজের শিক্ষা দিতে পারে না— কেবল সার্টিফিকেট নিতে শেখায়। ফলে আমরা আগ্রহ পাই না। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা জাগবে না আমাদের। আমাদের গ্রাম-বাংলা কেন সমস্ত দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যাবে।

তাই শিক্ষার দিক থেকে গ্রাম-বাংলাকে এগিয়ে নিতে হলে শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়াতে তো হবেই এবং শিক্ষা ব্যবস্থাও বৃত্তিমূলক হতে হবে। তাছাড়া এও দেখতে হবে শিক্ষা যেন ছাত্র-ছাত্রীর মনে জ্ঞান-স্পৃহা জাগাতে পারে।